দৈনিক বাংলা

১৩৮

তারিখ 19 SEP 1991
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

19 SEP 1991

শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনুন : আওয়ামী লীগ

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৫ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত গণভোটে হাঁ ভোট দিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্র তথা জন-প্রতিনিধিত্বশীল জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় সম্মতি প্রকাশ করায় দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছে।

দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনার সভানেত্রীত্বে ২৩ নম্বর বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে দলীয় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ১৬ই ও ১৭ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের সভায় গৃহীত প্রস্তাবে এই অভিনন্দন জানানো হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে দেশের বিরাজমান গুরুতর রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধান কেবল নিষ্কন্টক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত। এর গতিপথে কোন রকম ব্যত্যয় ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি গণতন্ত্রের শুভ উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করবে এবং আবার একনায়কত্বকে ডেকে আনবে। দীর্ঘ ১৬ বছরের স্বৈরশাসনে পিষ্ট হয়ে স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা এক করুণ অবস্থার মাঝে নিক্ষিপ্ত হয়। স্বৈরাচার

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ ৮ঃ)

শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ

(প্রথম পৃঃ পর)

বিরোধী আন্দোলনে বহু ত্যাগ ও প্রাণের বিনিময়ে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার যে বিজয় সূচিত হয়েছে, তাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে নিয়ে দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সফল করতে হবে। সুতরাং জনগণের ইচ্ছা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা বিরোধী যে কোন পদক্ষেপই হবে গণতন্ত্র বিরোধী ও স্বৈরাচারের নামান্তর। প্রস্তাবে যে কোন গণবিরোধী ও স্বৈরাচারী পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বিএনপি সরকারের প্রতি আহবান জানানোহয়।

আওয়ামী লীগের প্রস্তাবে দেশের সর্বত্র আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এরজন্য প্রশাসনের নীরব ভূমিকা ও পক্ষপাতিত্ব, সরকারী দলের হস্তক্ষেপ ও সশস্ত্র হামলা, এবং পেশাদার খুনী-ডাকাতিদের অবাধ উৎপাতকে দায়ী করা হয়েছে। এতে অভিযোগ করে বলা হয় যে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা, রাহাজানি, ছিনতাই, ধর্ষণ ও দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কোনরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। দেশে এখন কোন শাসন ব্যবস্থা আছে কি না প্রস্তাবে সে ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়।

১১ই সেপ্টেম্বর উপনির্বাচনের দিন ঢাকার গ্রীনরোডে একটি ভোট-কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনার জীবননাশের জন্য গুলিবর্ষণের নিন্দা করে প্রস্তাবে বলা হয় যে জননেত্রী শেখ হাসিনার জীবনের ওপর এই হামলার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে সরকার কোন ব্যবস্থাই নেয়নি। বরং জনগণ কর্তৃক অস্ত্রসহ ধৃত ওয়াহিদকে পুলিশের হাতে অর্পণের পরেও ছেড়ে দেয়া হয়েছে। প্রস্তাবে এর তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কথা উল্লেখ করে প্রস্তাবে বলা হয়েছে, দেশে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়সহ শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় লাখ লাখ শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন বিপন্ন ও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সশস্ত্র সন্ত্রাসের মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গন অচল করে দিয়ে জাতিকে পঙ্গু করে দেয়ার চেষ্টা চলছে। প্রস্তাবে অবি-লম্বে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দিয়ে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার আহবান জানানো হয়।

সারাদেশে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের ব্যাপকভাবে হয়রানি করার অভিযোগ করে এ ধরনের প্রতিহিংসামূলক তৎপরতা থেকে বিরত থাকতে প্রস্তাবে ক্ষমতাসীন দলের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে। সভায় দলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও আটক সকল কর্মীর মুক্তির দাবী জানানো হয়।

বন্যাকবলিত লাখ লাখ মানুষের অবর্ণনীয় দুর্ভোগের কথা উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের প্রস্তাবে তাদের দুর্ভোগ লাঘবে সরকারী কার্যক্রম ও ত্রাণ তৎপরতার ব্যর্থতার অভিযোগ করা হয়। এতে জানানো হয় যে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে ও বিশুদ্ধ পানির অভাবে বন্যা দুর্গত এলাকায় ডায়রিয়া মহামারীর আকার ধারণ করেছে। সাপের দংশন ও শিয়ালের কামড়ে বহু লোকের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে। সভায় বন্যার্ত মানুষকে উদ্ধার, তাদের বাঁচানোর জন্য পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী, নগদ অর্থ, ওষুধ, গৃহ-নির্মাণ সামগ্রী, বিশুদ্ধ খাবার পানি ও ফসলের বীজ সরবরাহের দাবী জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে গত ২৯-৩০শে এপ্রিলে সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে স্বজন হারানো লাখ লাখ উপকূলীয় নর-নারী-শিশুর সীমাহীন দুর্গতির কথা উল্লেখ করে প্রস্তাবে তাদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী করা হয়। আওয়ামী লীগের প্রস্তাবে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও বর্তমান বন্যাকবলিত এলাকাসমূহে তীব্র খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। প্রস্তাবে উপকূলীয় অঞ্চলকে ত্রাণসামগ্রী বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতিরও অভিযোগ করা হয়।

আওয়ামী লীগ এপ্রিলের সামুদ্রিক ঝড়ের পর প্রাপ্ত দেশ-বিদেশের ত্রাণ-সামগ্রী ও নগদ অর্থ সম্পর্কে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবী জানিয়েছে।

১১ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস, কারচুপি, ভোট-ডাকাতি, জয়লাভের জন্য প্রশাসনকে ব্যবহার, ভোটকেন্দ্র দখল, ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে আসতে বাধাদান, আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী-সমর্থকদের ওপর হামলা, বাড়িঘর তছনছ, দলীয় অফিসে হামলা ও যথেচ্ছভাবে ব্যালট পেপারে সীল মারার অভিযোগ করে।

সভার প্রস্তাবে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ ও কৃষককে পাটের ন্যায্যমূল্য দানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানানো হয়। পাটের ন্যূনতম দাম প্রতিমণ ৫ শত টাকা ধার্যের জন্য এতে দাবী করা হয়েছে। পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার জন্য আওয়ামী লীগ বিএনপির সমালোচনা করেছে। সভায় কৃষক স্বার্থ বিরোধী নীতি পরিবারের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।